চ ২ ঃ চিনাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পরিব্রাজন

*চিত্র ১৮.৫ আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন*

## ১৮.৫ পরিব্রাজন (*Migration*)

পরিব্রাজন বা মাইগ্রেশন (Migration) বলতে সাধারণত কোনো জায়গায় বহুদিন বা স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে মানুষের স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ বা বিচরণের প্রক্রিয়াকে বোঝায়। (Migration is the act or process of moving from one place to another with the intent of staying at the destination permanently or for a relatively long period of time)।

পরিব্রাজন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মানুষ প্রতিনিয়ত খাদ্য, নিরাপত্তা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দ ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে স্থান থেকে স্থানান্তরে বিচরণ করেছে। তবে এই স্থানপরিবর্তনশীলতা কোনোভাবেই মানুষের যাযাবর অবস্থার সাথে তুলনীয় নয়।

ভৌগোলিক **ট্রেওয়ারথা, ১৯৬৯,** (Trewartha : A Geography of Population)-এর মতে, কোনো এলাকায় জনসংখ্যার পরিমাণগত তারতম্যের অন্যতম কারণ হল পরিব্রাজন। ভৌগোলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই গতিশীলতার একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

**বোগ, ১৯৫৯,** (Bogue : Internal Migrations)-এর ধারণা অনুসারে, পরিব্রাজন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে। সামাজিক অসাম্য দূর করার ক্ষেত্রেও পরিব্রাজন এক গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক উপাদান।

**বিজু-গার্নিয়ের, ১৯৬৬,** (Beaujeu-Garnier : Geography of Population) এবং **স্মিথ, ১৯৬০,** (Smith : Fundamentals of Population Study)-এর মতেও পরিব্রাজন মানবসম্পদের পুনর্বিন্যাসে সাহায্য করে।

## ★ পরিব্রাজন-সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ (Terms) ★

- **উৎসস্থল (Place of origin) ঃ** যে স্থান বা জায়গাটিকে ত্যাগ করে পরিব্রাজনকারী (migrant) অন্যত্র চলে যান, সেই পরিত্যক্ত স্থানটিকে পরিব্রাজনের উৎসস্থল (place of origin of migration) বলে।
- **গন্তব্যস্থল (Place of destination) ঃ** পরিব্রাজনকারী যে জায়গা বা যে স্থানে পরিব্রাজন করেন, সেই স্থানটিকে গন্তব্যস্থল (place of destination) বলে।

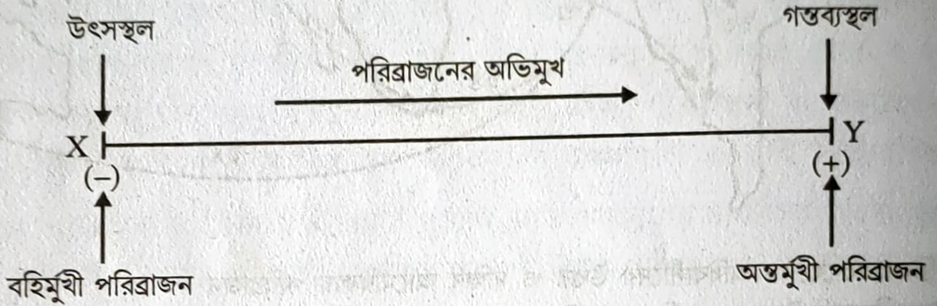


- **বহির্মুখী পরিব্রাজক ও বহির্মুখী পরিব্রাজন (Out-migrant and Out-migration) ঃ** যে ব্যক্তি তাঁর উৎসস্থল (অর্থাৎ মাতৃভূমি বা বসবাস এলাকা বা কর্মস্থল) ছেড়ে অন্যত্র চলে যান, সেই ব্যক্তিকে বহির্মুখী পরিব্রাজক (out-migrant) বলে এবং তাঁর উৎসস্থল পরিত্যাগের ঘটনাকে বহির্মুখী পরিব্রাজন বলা হয়।
- **অন্তর্মুখী পরিব্রাজক ও অন্তর্মুখী পরিব্রাজন (In-migrant and In-migration) ঃ** নিজের উৎসস্থল ছেড়ে যে ব্যক্তি তাঁর গন্তব্যস্থলে চলে আসেন, পরিব্রাজনের সাপেক্ষে তাঁকে অন্তর্মুখী পরিব্রাজক বলে এবং গন্তব্যস্থলে তাঁর পরিব্রাজনের ঘটনাকে অন্তর্মুখী পরিব্রাজন বলা হয়।
- **অভিবাসন ও প্রবাসন (Immigration and Emigration) ঃ** কোনো বিদেশি নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ যখন অন্য কোনো একটি দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করার উদ্দেশ্যে চলে আসেন, তখন সেই অন্তর্মুখী পরিব্রাজনকে অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন (immigration) বলে। উল্লেখ্য যে, পড়াশুনার জন্য বিদেশে আসা বা ব্যাবসা অথবা ভ্রমণের উদ্দেশ্যে স্বল্প সময়ের জন্য বিদেশ যাত্রাকে অভিবাসন বলে না।
  পক্ষান্তরে, কোনো দেশের অধিবাসীদের মধ্যে কিছু মানুষ যখন স্বদেশের বাস তুলে দিয়ে স্থায়ীভাবে অন্য কোনো দেশে নতুন করে বসতি স্থাপন করে, পরিব্রাজনের সেই প্রক্রিয়াকে তখন প্রবাসন (emigration) বলা হয়।

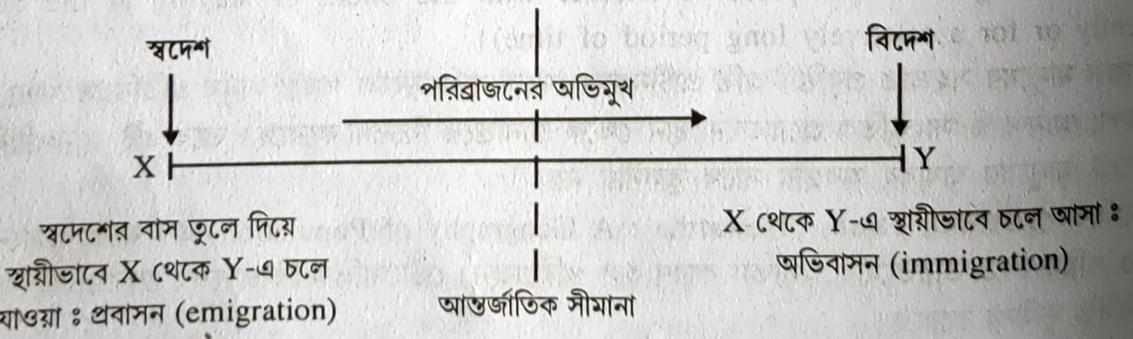

- **স্থূল পরিব্রাজন বা গ্রস পরিব্রাজন এবং নিট পরিব্রাজন (Gross migration and Net migration) ঃ** অন্তর্মুখী পরিব্রাজন অর্থাৎ ইমিগ্রেশন (immigration) এবং বহির্মুখী পরিব্রাজন বা এমিগ্রেশন (emigration)-এর যোগফলকে স্থূল পরিব্রাজন বা গ্রস পরিব্রাজন (Gross migration) বলে। পক্ষান্তরে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পরিব্রাজনের অন্তরকে নিট পরিব্রাজন (Net migration) বলা হয়।
- **পরিব্রাজন প্রবাহ বা মাইগ্রেশন স্ট্রিম (Migration Stream) ঃ** কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়পর্বে (যেমন, এক দশক বা এক বছরে) একটি নির্দিষ্ট উৎসস্থল (place of origin) থেকে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল (place of destination)-এর দিকে মোট যতবার স্থানান্তরণ ঘটেছে, পরিব্রাজনের সেই মোট চলন সংখ্যাকে (total number of moves) পরিব্রাজন প্রবাহ বা মাইগ্রেশন স্ট্রিম (migration stream) বলে।
- **পরিব্রাজনের পর্যায় (Migration Intervals) ঃ** পরিব্রাজনের বৈশিষ্ট্য, কারণ ও ফলাফল বিচারের জন্য পরিব্রাজনের মোট সময়কালকে কয়েকটি কালপর্বে (time interval) বিভক্ত করা হয়। এই একটি পর্বকে পরিব্রাজনের পর্যায় বা মাইগ্রেশন ইন্টারভ্যাল (migration interval) বলে।

## ১৮.৫.২ পরিব্রাজনের শ্রেণিবিভাগ (Classifcation of Migration)

পরিব্রাজনকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন—

**(১) জনবসতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঃ**

(ক) গ্রাম থেকে শহরে (Rural → Urban)।
(খ) শহর থেকে শহরে (Urban → Urban)।
(গ) গ্রাম থেকে গ্রামে (Rural → Rural)।
(ঘ) শহর থেকে গ্রামে (Urban → Rural)।

**(২) পরিব্রাজনের স্কেল (Scale) বা মাত্রা অনুসারে ঃ**

(ক) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন (International migration)।
(খ) অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য পরিব্রাজন (Internal migration)।

**(৩) পরিব্রাজনের দিক বা গতিমুখ (Direction of movement) অনুসারে ঃ**

(ক) বাস্তুত্যাগ (Emigration) [Out-migration] অর্থাৎ বহির্মুখী পরিব্রাজন।
(খ) অধিবাসন (Immigration) [In-migration] অর্থাৎ অন্তর্মুখী পরিব্রাজন।

**(৪) পরিব্রাজনের স্থায়িত্ব (Duration) অনুসারে ঃ**

(ক) দীর্ঘকালীন বা দীর্ঘমেয়াদি পরিব্রাজন (Long term migration)।
(খ) স্বল্পকালীন বা স্বল্পমেয়াদি ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজন (Short term migration/Seasonal migration)।
(গ) দৈনিক পরিব্রাজন (Daily migration or commutation)।

**(৫) পরিব্রাজনে অংশগ্রহণকারী জনগণের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য (Economic characteristics) অনুসারে ঃ**

(ক) যাযাবর বৃত্তি (Nomadism)।
(খ) আংশিক যাযাবর বৃত্তি (Semi-nomadism)।
(গ) পশুপালক গোষ্ঠীর ঋতুগত পরিব্রাজন (Transhumance or seasonal migration of pastoral people)।
(ঘ) কৃষিশ্রমিকদের পরিব্রাজন (Migration of agricultural labour)।
(ঙ) নির্মাণমূলক কার্যে অংশগ্রহণ ও পরিব্রাজন (Migration of constructional workers)।
(চ) সেবামূলক কার্যে অংশগ্রহণকারী মানুষের পরিব্রাজন (Migration of service sector people)।

**(৬) পরিব্রাজনের বাধ্যবাধকতা (Nature of compulsion) অনুসারে ঃ**

(ক) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পরিব্রাজন (Voluntary migration)।
(খ) বাধ্যতামূলক বা বলপূর্বক পরিব্রাজন (Forced migration)।

**(৭) পরিব্রাজনের সাংস্কৃতিক ধরন (Cultural pattern) অনুসারে ঃ**

(ক) রাজনৈতিক পরিব্রাজন (Political migration)।
(খ) সামাজিক পরিব্রাজন (Social migration)।

**(৮) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic development) অনুসারে ঃ**

(ক) উন্নত বিশ্বের অভিমুখে পরিব্রাজন (Migration to the developed nations)।
(খ) উন্নয়নশীল বিশ্বের অভিমুখে পরিব্রাজন (Migration to the developing countries)।

### ১৮.৫.৩ গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজন (Rural-Urban Migration)

গ্রামাঞ্চল থেকে শহরাঞ্চলের দিকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে পরিব্রাজনকে রুরাল-আরবান মাইগ্রেশন (Rural-Urban migration) বলে। এই পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় (Internal), স্বল্পমেয়াদি (Short term) বা দীর্ঘমেয়াদি (Long term) বা ঋতুভিত্তিক (Seasonal) হতে পারে। সাধারণত জীবিকার উদ্দেশ্যে বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলিতে এই ধরনের পরিব্রাজন লক্ষ করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে প্রায় ৬০% পরিব্রাজন আলোচ্য শ্রেণির অন্তর্গত।

◆ **গ্রাম থেকে শহরে (Rural — Urban migration) পরিব্রাজনের কারণ :**

(১) **অর্থনৈতিক কারণ :**

(ক) প্রান্তিক কৃষি এবং ছদ্ম বেকারত্ব গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজনে সাহায্য করে।

(খ) শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ঋতুগত তারতম্য এবং ফসল কাটার পরে সাময়িক কর্মহীনতা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের অন্যতম কারণ।

(গ) গ্রামাঞ্চলে জীবিকা অর্জনের অল্প সুযোগ এবং টার্সিয়ারি বা তৃতীয় স্তরের অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্বল্প সম্ভাবনা গ্রাম থেকে শহরে পরিব্রাজনের সহায়ক।

(২) **সামাজিক কারণ :** বিবাহ এবং বিবাহের পরের পারিবারিক অবস্থা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শহরমুখী পরিব্রাজন ঘটায়। যেমন— শহরে বসবাসকারী স্বামীর ঘরে স্ত্রীর চলে যাওয়া। বিয়ের পরে মেয়েদের এই পরিব্রাজন হতে পারে স্বল্পমেয়াদি বা দীর্ঘমেয়াদি ধরনের।

### ১৮.৫.৪ শহর থেকে শহরে পরিব্রাজন (Urban-Urban Migration)

যে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় এক শহর থেকে অন্য শহরে মানুষের পরিব্রাজন ঘটে, তাকে আরবান-আরবান মাইগ্রেশন (Urban-Urban migration) বলে। এই শ্রেণির পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় বা আন্তঃরাজ্য (Internal or Inter-state), স্বল্পমেয়াদি (Short term) বা দীর্ঘমেয়াদি (Long term) বা ঋতুভিত্তিক (Seasonal) এবং ধারাবাহিক (Rhythmic) হতে পারে। ব্যাবসা, বাণিজ্য, শিল্প এবং নতুন নতুন (tertiary or quaternary) অর্থনৈতিক কাজকর্মের সাথে যুক্ত লোকজন এক শহর থেকে অন্য শহরমুখী পরিব্রাজনে অংশগ্রহণ করে। ভারতের ক্ষেত্রে ১০%-এর কাছাকাছি পরিব্রাজন এই ধরনের। বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে শহর থেকে শহরে পরিব্রাজনের প্রবণতা বেশি। শহর থেকে শহরমুখী পরিব্রাজনের কারণ নিচে আলোচনা করা হল।

◆ **শহর থেকে শহরে (Urban → Urban) পরিব্রাজনের কারণ :**

(১) **অর্থনৈতিক কারণ :**

(ক) এক শহর থেকে অন্য শহরে বেশি আয়ের সুযোগ পাওয়া যায়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী ও ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত লোকজন এই পরিব্রাজনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে।

(খ) এক শহর থেকে অন্য শহরে অনেক সময় সুবিধাজনক শর্তে বসবাসের সুযোগ মেলে। যেমন— বিভিন্ন গৃহনির্মাণ বা আবাসন প্রকল্পে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, বাস্তুকার প্রভৃতি পেশার লোকজনদের জন্য বিশেষ ছাড় বা সুবিধা দেওয়া হয়।

(গ) এক শহর থেকে অন্য শহরে সঞ্চয় (savings) ও বিনিয়োগের (investment) বিভিন্ন সুযোগ পাওয়া যায়। যেমন, যে শহরে শিল্প ও ব্যাবসাবাণিজ্যের সুবিধা বেশি, সেখানে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি।

(২) **সামাজিক কারণ :**

(ক) সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনেক সময় এক শহর থেকে অন্য শহরমুখী পরিব্রাজন ঘটে। ডাক্তার, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী শ্রেণির লোকজনের মধ্যে এই প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

(খ) উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বহু ক্ষেত্রে এক শহর থেকে অন্য শহরে পরিব্রাজন ঘটে থাকে।

(গ) বৈবাহিক সূত্রেও এই পরিব্রাজন ঘটে।

(৩) **রাজনৈতিক কারণ ঃ** রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী শ্রেণির লোকজন শহর থেকে শহরাঞ্চলে পরিব্রাজনে অংশগ্রহণ করে।

## ১৮.৫.৫ গ্রাম থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Rural-Rural Migration)

যে জীবনধারণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামীণ জনবসতির উদ্দেশ্যে মানুষের পরিব্রাজন সংঘটিত হয়, তাকে রুরাল-রুরাল মাইগ্রেশন (Rural-Rural migration) বলে। এই ধরনের পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় (internal), স্বল্পমেয়াদি (short term) বা দীর্ঘমেয়াদি (long term) বা ঋতুভিত্তিক (seasonal) চরিত্রের হতে পারে। বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলিতে গ্রাম থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন লক্ষ করা যায়। ভারতের ক্ষেত্রে এই শ্রেণির পরিব্রাজন প্রায় ১০%।

◆ **গ্রাম থেকে গ্রামে (Rural → Rural) পরিব্রাজনের কারণ ঃ**

(১) **অর্থনৈতিক কারণ ঃ** কৃষিশ্রমিক হিসেবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ যে-গ্রামে বছরের যে-সময়ে বেশি, প্রান্তিকভাবে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চল থেকে বছরের সেই সময়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিব্রাজন ঘটে। যেমন, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে কৃষিশ্রমিক পাঞ্জাব, হরিয়ানা অঞ্চলে গম কাটার জন্য বছরের নির্দিষ্ট সময়ে চলে যায়। এ-রকম প্রতি বছরই ঘটে। এটি স্বল্পমেয়াদি ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনের উদাহরণ।

(২) **সামাজিক কারণ ঃ** বৈবাহিক কারণে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে মেয়েরা স্বামীগৃহে বা শ্বশুরালয়ে চলে যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের এই পরিব্রাজনের বিপরীত চিত্রটি মাতৃতান্ত্রিক সমাজে লক্ষ করা যায়। খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি সমাজে ছেলেরা বিয়ের পরে বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে থাকা মেয়ের বাড়ি চলে যায়।

## ১৮.৫.৬ শহর থেকে গ্রামে পরিব্রাজন (Urban-Rural Migration)

যে আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিব্রাজন ঘটে, তাকে আরবান-রুরাল মাইগ্রেশন (Urban-Rural migration) বলে। এই শ্রেণির পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় (internal), স্বল্পমেয়াদি (short term), দীর্ঘমেয়াদি (long term) বা ঋতুভিত্তিক চরিত্রের হতে পারে। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নতিশীল দেশগুলিতে বিশেষ পরিস্থিতিতে শহর থেকে গ্রামমুখী পরিব্রাজন সংঘটিত হয়। সাধারণত দূষণ (pollution)-এর প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, জমিভিত্তিক কাজে অংশ নেবার জন্য অর্থাৎ কৃষি-বাগিচা (Farm house) তৈরি করার উদ্দেশ্যে, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য এবং বৈবাহিক কারণে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে পরিব্রাজন ঘটে। সরকারি আদেশে বদলি (transfer) অনেক ক্ষেত্রে Urban-Rural পরিব্রাজনের অনুঘটক। ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিব্রাজন প্রায় ১০%।

◆ **শহর থেকে গ্রামে (Urban → Rural) পরিব্রাজনের কারণ ঃ**

(১) **অর্থনৈতিক কারণ ঃ**

(ক) গ্রামাঞ্চলে টার্সিয়ারি সেবামূলক কাজকর্মের সুযোগ।

(খ) চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর গ্রামের বাড়িতে আয়ের চেষ্টা।

(গ) কৃষি সম্পর্কিত ব্যাবসায়ে অংশগ্রহণ।

(ঘ) খালি-পা ডাক্তার (bare-foot doctor)-দের ক্ষেত্রে গ্রামে আয়বৃদ্ধির সুযোগ।

(২) **সামাজিক কারণ :**

(ক) সামাজিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গ্রামে চলে আসা অর্থাৎ পরিব্রাজন।

(খ) বৈবাহিক সূত্রে পরিব্রাজন।

(গ) উচ্চশিক্ষার শেষে প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য পরিব্রাজন।

(ঘ) গ্রামে স্বল্প খরচ ও সহজ, সরল, দূষণমুক্ত জীবনযাত্রার সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিব্রাজন।

(ঙ) ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্য পরিব্রাজন।

(৩) **রাজনৈতিক কারণ :**

(ক) রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে পরিব্রাজন। যেমন— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বহু লোক কলকাতা ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছিল।

(খ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য পরিব্রাজন।

(৪) **অন্যান্য কারণ :**

(ক) দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য পরিব্রাজন।

(খ) প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পরিব্রাজন।

### ১৮.৫.৭ আন্তর্জাতিক বা আন্তর্দেশীয় পরিব্রাজন (International Migration)

যে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের প্রভাবে জনসাধারণের কোনো একটি অংশ এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা আশ্রয় নেওয়ার উদ্দেশ্যে চলে যায় ও দীর্ঘমেয়াদি ভাবে বসবাস করে, তাকে **আন্তর্জাতিক বা আন্তর্দেশীয় পরিব্রাজন** বলে। ইংরেজি পরিভাষায় একে **ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন (International migration)** বলে। এই পরিব্রাজন দীর্ঘস্থায়ী বা চিরস্থায়ী হতে পারে।

#### ১৮.৫.৭.১ আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা (Nature, Characteristics, Advantages and Disadvantages of International Migration)

(১) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি বা প্রসার অন্যান্য সব ধরনের পরিব্রাজনের তুলনায় বেশি।

(২) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন গ্রাহক-দেশ এবং দাতা-দেশের ইমিগ্রেশন (Immigration) এবং এমিগ্রেশন (Emigration) আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ।

(৩) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন অন্তর্দেশীয় পরিব্রাজনের মতো অবাধ নয়।

(৪) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন দাতা-দেশ বা দেশগুলির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতা বা অস্থিরতার পরিচায়ক, যেমন— সাম্প্রতিককালের কসোভো সমস্যা এবং সে-কারণে বহু ছিন্নমূল মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার ঘটনা।

(৫) আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন— সাম্প্রতিককালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতির অন্যতম কারণ হল আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয়দের ইতিবাচক ভূমিকা।

(৬) পরিব্রাজনের জন্য গ্রহীতা-দেশ বা দেশগুলিতে বহুক্ষেত্রে নানা দেশ থেকে আসা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব দেখা যায়। ফলে ছোটো ছোটো জনগোষ্ঠী তৈরি হয়।

(৭) বোগ, ১৯৫৯, (Bogue : Internal Migrations)-এর মতে, আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন বা উন্নতির সহায়ক। সামাজিক সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন এক গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক উপাদান। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষী, জাতি ও বর্ণের মানুষের মধ্যে ইতিবাচক সহযোগিতার পরিবেশ তৈরি হয়।

(৮) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের প্রভাবে স্বল্পোন্নত বা উন্নতিশীল দেশগুলি থেকে বুদ্ধিজীবী মানুষ উন্নত দেশগুলিতে চলে যায়। একে **'Brain-gain'** বলে। তবে উন্নত দেশে যা 'ব্রেন-গেন', উন্নতিশীল দেশের পক্ষে তাই হল 'ব্রেন-ড্রেন' **(Brain-drain)**।

(৯) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের জন্য দাতা-দেশ বা দেশগুলিতে, বিশেষত উন্নতিশীল দেশে, বিজ্ঞান, কারিগরি ও গবেষণা ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষ মানুষের অভাব সৃষ্টি হয়।

(১০) জাতিগত দাঙ্গা বা বিরোধ, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে সংঘর্ষ, আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা ইত্যাদি অনেকক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের কারণে তৈরি হয়। যেমন— ইংল্যান্ডে ইউরোপীয় এবং এশীয় সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ।

(১১) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন উপনিবেশ এবং অর্থনৈতিক ঔপনিবেশিকতাবাদের সূচনা করে। উদাহরণ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ডাচ এবং ইংরেজ বণিকদের উদ্যোগে রবার বাগিচা গঠন করা, ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ উপনিবেশের পত্তন, দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেন ও পোতুর্গালের উপনিবেশ স্থাপন বা উত্তর আফ্রিকায় ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

(১২) আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন বহুক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। যেমন— সাম্প্রতিককালে উত্তর শ্রীলঙ্কায় জাতিগত বিরোধ।

(১৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনগোষ্ঠীর পুনর্বিন্যাস (Restructuring of population), স্ত্রী-পুরুষের পরিবর্তিত আনুপাতিক হার প্রভৃতি গণতাত্ত্বিক অবস্থাগুলি আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের জন্য তৈরি হয়।

(১৪) কৃষি, শিল্প, ব্যাবসাবাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের মাধ্যমে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল নামে নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্মলাভ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে (১৯৪৮) এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীতে এই ইজরায়েলের নাগরিকেরাই তাদের কারিগরি জ্ঞানের সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যের ধূসর মরু অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে।

### ১৮.৫.৭.২ আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের কারণ (Causes of International Migration)

(১) রাজনৈতিক অস্থিরতা আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের অন্যতম কারণ।

(২) উন্নতিশীল দেশগুলির দুর্বল অর্থনীতি ও পেশাগত সুযোগের অভাব আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন ঘটায়।

(৩) নতুন ভূখণ্ডের আবিষ্কার অনেক সময় আন্তর্জাতিক পরিব্রাজনের পরিবেশ তৈরি করে। যেমন— পঞ্চদশ, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কার ও ঔপনিবেশিকতার যুগে ইউরোপ থেকে বহু মানুষ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে ব্যাবসাবাণিজ্য করার জন্য চলে যায়।

(৪) স্বচ্ছল জীবনযাপনের হাতছানি।

(৫) শিক্ষাগত উৎকৃষ্টতার সুযোগ।

(৬) দেশে স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকা।

(৭) দেশের সীমানা বদল।

(৮) যুদ্ধ ও দাঙ্গা।

(৯) খনিজ সম্পদের নতুন ভাণ্ডার আবিষ্কার ইত্যাদি।

সারণি ১৮.৪ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন

| সাল | ইউরোপ থেকে মোট অভিবাসন (হাজার জন) | প্রধান অঞ্চল / দাতা-দেশসমূহ (হাজার জন) |
|---|---|---|
| ১৮২১–১৮৩০ | ১৪৪ | আয়ারল্যান্ড – ৫১; গ্রেট ব্রিটেন – ২৫; জার্মানি এবং অন্যান্য দেশ থেকে বাকি অংশ। |
| ১৮৭১–১৮৮০ | ২,২৭২ | জার্মানি – ৭১৮; গ্রেট ব্রিটেন – ৫৮৪; আয়ারল্যান্ড – ৪৩৭; সুইডেন – ১১৬ এবং অন্যান্য। |
| ১৯০১–১৯১০ | ৮,১৩৬ | অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি – ২,১৪৫; ইতালি – ২০৪; রাশিয়া – ১,৫৯৭; গ্রেট ব্রিটেন – ৫২৬ এবং অন্যান্য। |
| ১৯৬১–১৯৭০ | ১,১৩৪ | দক্ষিণ ইউরোপ – ৪২১; উত্তর-পূর্ব ইউরোপ – ৩৯; মধ্য ইউরোপ – ৯৩; জার্মানি – ২১১ এবং অন্যান্য। |

[উৎস : *Broek and Webb, Geography of Mankind, 1978*]

### ১৮.৫.৮ যাযাবর পশুপালক-সমাজের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজন বা ট্রান্সহিউম্যান্স (Transhumance : Seasonal Migration)

পার্বত্য অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্মের মধ্যে আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য পশুপালকরা শীতের প্রারম্ভে পাহাড়ের নিচু এলাকায় নেমে আসে। গ্রীষ্মের শুরুতে পাহাড়ের উপরের ঢালে বরফ গলে গেলে কচি ঘাসে ঢাকা তৃণক্ষেত্রে তাদের পোষা প্রাণীদের নিয়ে আবার ফিরে যায়। একে ট্রান্সহিউম্যান্স (Transhumance) বলে। পশ্চিম হিমালয়, পূর্ব আফ্রিকা, সোমালি সাধারণতন্ত্র, ইউরোপের আল্পস পার্বত্য অঞ্চল, ব্রাজিলের উচ্চ মালভূমি এবং পারানা সমভূমি অঞ্চলে ঋতুগত পরিব্রাজন বা ট্রান্সহিউম্যান্স দেখা যায়। ঋতুগত পরিব্রাজন বা ট্রান্সহিউম্যান্স মানুষের উপর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ।

মানুষ যে আর্থ-সামাজিক পরিবেশে অন্য কোনো উপায়ে লাভজনকভাবে পার্বত্য অঞ্চলে জীবিকানির্বাহ করতে পারে না, তখন একমাত্র সেই প্রান্তিক পরিস্থিতিতেই ঋতুগত পরিব্রাজনভিত্তিক পেশায় মানুষ অংশগ্রহণ করে (যেমন— পাহাড়ি এলাকায় পশুচারণ)।

বাইবেলের বিভিন্ন আখ্যানে পশুপালক-সমাজের মধ্যে যাযাবরী পশুপালনের উল্লেখ আছে। ভারতে গুজ্জর, গাদ্দি, নিলাং, মার্চিয়া, আনওয়াল, জোহরি উপজাতির লোকজন যাযাবরী পশুপালক-সমাজের উদাহরণ।

ট্রান্সহিউম্যান্স বা যাযাবরী পশুপালন ছাড়া ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ঋতুগত পরিব্রাজন লক্ষ করা যায়। যেমন— কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, পঞ্চকেদার, অমরনাথ প্রভৃতি ধর্মীয় স্থানগুলিতে পূজা-উপাসনার উদ্দেশ্যে গ্রীষ্মের প্রারম্ভে মন্দির অভিমুখে পরিব্রাজন, আবার শীতের গোড়ায় নেমে আসা হল ধর্মের কারণে ট্রান্সহিউম্যান্সের উদাহরণ। এ ছাড়া, অন্যান্য আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋতুগত পরিব্রাজন লক্ষ করা যায়। যেমন— সাহারার আহাগ্গার, আরবের রিয়া ও হাইল্ সম্প্রদায়ের যাযাবরী বৃত্তি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রমিক-উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে শ্রমিক-ঘাটতি এলাকার দিকে শ্রমিকের ঋতুভিত্তিক পরিব্রাজনকে **শ্রম-ট্রান্সহিউম্যান্স** (Labour-transhumance) বলে।

### ১৮.৫.৯ বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন (Forced Migration)

মানুষ যখন কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মান্ধতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা সামাজিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে এমনকি, কর্মক্ষেত্রে নিত্যযাত্রী হিসেবে পৌঁছানোর জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিব্রাজনে বাধ্য হয়, তখন তাকে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন বা ফোর্সড মাইগ্রেশন (Forced Migration) বলে।

স্কেল বা পরিব্রাজনের এলাকা অনুসারে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন দু'ধরনের। যেমন— অন্তর্দেশীয় পরিব্রাজন (Internal migration) এবং আন্তর্জাতিক পরিব্রাজন (International migration)।

### ১৮.৫.৯.১ বাধ্যতামূলক পরিব্রাজনের কারণ (Causes of Forced Migration)

(১) **রাজনৈতিক অস্থিরতা ঃ** দেশবিভাগ, ক্ষমতা হস্তান্তর, সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিপীড়িত মানুষ বাস্তুত্যাগে বাধ্য হয়। যেমন— ১৯৪৭-এ ভারত ভাগ এবং সংশ্লিষ্ট উদ্‌বাস্তু, ছিন্নমূল মানুষের পরিব্রাজন।

(২) **দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ঃ** দুর্ভিক্ষ, মহামারি প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা বাধ্যতামূলক পরিব্রাজনের আর একটি কারণ। যেমন, উত্তর ও মধ্য আফ্রিকায় সুদীর্ঘকাল ধরে অনাবৃষ্টির কারণে প্রতিবেশী দেশগুলিতে ক্ষুধার্ত মানুষের পরিব্রাজন।

(২) **দাবানল, ধস, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঃ** যে-সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলিকে মানুষ সহজে আয়ত্ত করতে পারে না, সেই বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন ঘটে। যেমন— ১৯৫০ সালে অসম-এ ভূমিকম্প, ১৯৬৮ সালে উত্তরবঙ্গের বন্যা, ১৯৮০ সালে দার্জিলিং-সংলগ্ন অঞ্চলে ধস, ১৯৯৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় দাবানল ইত্যাদি।

(৪) **ধর্মীয় কারণ ঃ** ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে বা নিপীড়নের কারণে বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন ঘটে। যেমন— ১৯৯৬–৯৭ সালে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলিতে গৃহযুদ্ধের কারণে ইসলাম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের পরিব্রাজন।

(৫) **জাতিগত বিক্ষোভ ঃ** জনগোষ্ঠীগত অসামঞ্জস্য এবং পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা বাধ্যতামূলক পরিব্রাজনের অন্যতম কারণ। যেমন— বর্তমানে কাশ্মীরে, আটের দশকে অসমে জাতিগত বিক্ষোভ এবং সংশ্লিষ্ট পরিব্রাজন।

(৬) **সামাজিক পরিব্রাজন ঃ** পারিবারিক ও সামাজিক অসহযোগিতা ছিন্নমূল মানুষকে পরিব্রাজনে বাধ্য করে। যেমন— পশ্চিমবাংলা ও পূর্বতন বাংলাদেশ থেকে বাঙালি হিন্দু বিধবা ও বৃদ্ধ মহিলারা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বৃন্দাবন, মথুরা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে শেষ আশ্রয়ের জন্য চলে যেত। এও একধরনের বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন।

(৭) **দৈনিক পরিব্রাজন ঃ** চাকরি বা ব্যাবসার কাজে বাড়ি থেকে কর্মস্থলে নিত্যযাত্রী হিসেবে (commuter) দৈনিক যাতায়াত করাও একধরনের বাধ্যতামূলক পরিব্রাজন। কলকাতা, শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি শহরে এইধরনের দৈনিক পরিব্রাজন ঘটে।

### ১৮.৫.১০ পরিব্রাজনের আয়তন সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Volume of Migration)

পরিব্রাজনের কয়েকটি আয়তনগত বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন—

(১) সময়ের সাথে সাথে পরিব্রাজনের আয়তন ও পরিব্রাজনের হার বাড়ে বা কমে। বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে ও শহর থেকে শহরে পরিব্রাজনের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে।

(২) কোনো দেশ বা অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হারের উপর পরিব্রাজনের হার ও আয়তন নির্ভর করে। এই কারণে যেখানে আয়ের সুযোগ বেশি, সেখানে বা সেদিকেই পরিব্রাজনের প্রবণতা বেশি।

(৩) মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যেখানে বেশি অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতির গোঁড়ামি যেখানে কম, পরিব্রাজনের হার এবং আয়তন সেখানে বেশি।

(৪) জমি বা ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর প্রকৃতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিব্রাজনের আয়তনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

যেমন, পাহাড়ি এলাকা, মরুভূমি অঞ্চল বা খুব ঠান্ডা জায়গার দিকে পরিব্রাজনের হার কম। তুলনায় অনুকূল জলবায়ু এলাকায় অবস্থিত সমভূমি অঞ্চলে পরিব্রাজনের আয়তন বেশি।